লোকবার্তা

পঁচিশ-তম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুলেটিন | নভেম্বর ২০২০— সেপ্টেম্বর ২০২১

'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান'-এর প্রচারে লোকশিল্পীরা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান

১৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

নবপর্যায়ের 'দুয়ারে সরকার'-এর দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর উদ্যোগের কর্মসূচিতে ছিল স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, জাতিগত শংসাপত্র, তপশিলি বন্ধু, জয় জোহার, মানবিক, ১০০ দিনের কাজ ও ঐক্যশ্রী।

এছাড়া নতুন প্রকল্প ও পরিষেবায় ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কৃষক বন্ধু, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, কৃষিজমির মিউটেশন এবং জমির রেকর্ডের ছোটখাটো ভুলের সংশোধন, ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা ও আধার সংক্রান্ত সহায়তা।

- সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ নবপর্যায়ের এই পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।
- দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির প্রচারে ও ক্যাম্প চলাকালীন প্রায় ১৫ হাজার অনুষ্ঠানে লোকপ্রসার প্রকল্পের অন্তর্গত ১ লক্ষেরও বেশি লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

লোকবার্তা অন্য পাতায় লোকবার্তা

- বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব, পৌষ উৎসব, বাংলা মোদের গর্ব ২
- স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উৎসব ৩
- লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রকাশনা ৪ ও ৫
- সময়ের অভিঘাত, কীর্তনিয়া কোকিল দাস মহন্ত ৬
- বালাপোশ, গ্রন্থবার্তা ৭
- মুখোশ নৃত্য পরভা ছৌ ৮

বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে রবীন্দ্রসদন চত্বরে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হল বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব। রাজ্য চারুকলা পর্ষদ সংলগ্ন মুক্ত মঞ্চে ২৯ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বাউল গান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, হুগলির সাঁওতাল জনজাতির নাচ, পূর্ব মেদিনীপুরের বেণীপুতুল নাচ ও বীরভূমের লেটো পালা প্রদর্শিত হয়। একই মঞ্চে ৩০ ডিসেম্বর নদিয়ার বাউল গান, ঝাড়গ্রামের ঝুমুর গান, পূর্ব বর্ধমানের কাঠি নাচ, পূর্ব মেদিনীপুরের তরজা গান ও মুর্শিদাবাদের আলকাপ পালা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর একই মঞ্চে বীরভূমের বাউল গান, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান, উত্তর ২৪ পরগনার আদিবাসী নাচ, দক্ষিণ দিনাজপুরের খন পালা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটের গান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষ দিন ১ জানুয়ারি ২০২১ একতারা মুক্ত মঞ্চে মুর্শিদাবাদের ফকিরি গান, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান, আলিপুরদুয়ারের রাভা জনজাতির নাচ ও পুরুলিয়ার ছৌ নাচ প্রদর্শিত হয়।

উত্তীর্ণ মঞ্চে বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষ উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ২৫ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হল বাংলার বিভিন্ন লোকআঙ্গিকের অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসদনের বিপরীত প্রাঙ্গণে মোহরকুঞ্জ মঞ্চে, দক্ষিণ কলকাতার তালতলা মাঠে এবং উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেন পুজো কমিটির মাঠে আটদিন ব্যাপী বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি আঙ্গিকের সান্ধ্য অনুষ্ঠান হয়। মোহরকুঞ্জ মঞ্চে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাউল গান, হুগলির রায়বেঁশে নাচ, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, পশ্চিম মেদিনীপুরের ছৌ নাচ, নদিয়ার ফকিরি গান, পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচ, হুগলির বাউল গান, বীরভূমের রায়বেঁশে নাচ, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান, পূর্ব বর্ধমানের ছৌ নাচ, উত্তর দিনাজপুরের ভাওয়াইয়া গান, মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নাচ, বীরভূমের বাউল গান, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ এবং পূর্ব বর্ধমানের বাউল গান পৌষ উৎসবের দিনগুলিতে প্রদর্শিত হয়। অন্যদিকে তালতলা মাঠে হুগলির বাউল গান, মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নাচ, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান, পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচ,

আলিপুরদুয়ারের ভাওয়াইয়া গান, ঝাড়গ্রামের ছৌ নাচ, মুর্শিদাবাদের ফকিরি গান, পূর্ব বর্ধমানের রায়বেঁশে নাচ, বীরভূমের বাউল গান, ঝাড়গ্রামের পাইক নাচ, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, পশ্চিম মেদিনীপুরের ছৌ নাচ, নদিয়ার ফকিরি গান, পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচ, মুর্শিদাবাদের বাউল গান এবং পুরুলিয়ার ছৌ নাচ প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবে কাশী বোস লেন পুজো কমিটির মাঠে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, পূর্ব বর্ধমানের রায়বেঁশে নাচ, মুর্শিদাবাদের বাউল গান, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ, জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া গান, পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচ, বীরভূমের বাউল গান, মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নাচ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝুমুর গান, ঝাড়গ্রামের ছৌ নাচ, নদিয়ার ফকিরি গান, হুগলির শ্রীখোল বাদ্য, হাওড়ার বাউল গান ও বাঁকুড়ার ছৌ নাচ প্রদর্শিত হয়। কোভিড অতিমারির পরবর্তী পর্বে হাজার হাজার দর্শকশ্রোতা এই উৎসব উপভোগ করেন।

বাংলা মোদের গর্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে, কলকাতার রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণের একতারা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল 'বাংলা মোদের গর্ব' শীর্ষক লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা। ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০২০তে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাউল গান, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝুমুর গান ও পুরুলিয়ার ছৌনাচ; ১২ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বাউল গান, হাওড়ার ভাটিয়ালি গান ও মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নাচ এবং ১৩ ডিসেম্বর হুগলির বাউল গান, উত্তর ২৪ পরগনার ঝুমুর গান এবং পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচ প্রদর্শিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা

ভারতের ৭৫-তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কলকাতার রেড রোডের অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই উদ্‌যাপনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের লোকপ্রসার প্রকল্পের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাউল শিল্পীদের অনুষ্ঠান।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ২৬-তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ২৬-তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হল ৬ ডিসেম্বর ২০২০ কলকাতার লোকগ্রামে। লোকগ্রামের লালন মঞ্চে এদিন উপস্থিত শিল্পীদলের দলপতিরা একযোগে ধামসা বাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। করোনা-আতঙ্কের জন্য এবার তিনদিনের পরিবর্তে একদিনই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব কৌস্তভ তরফদার।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের অন্যতম সদস্য ও অনুষ্ঠানের সভাপতি বরুণকুমার চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব ও যুগ্ম সংস্কৃতি অধিকর্তা বাসুদেব ঘোষ। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন অতিরিক্ত সংস্কৃতি অধিকর্তা মতিলাল কিস্কু। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের দ্বিমাসিক বুলেটিন নবরূপে রঙিন 'লোকবার্তা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে লালন মঞ্চের সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নদিয়ার বাউল গান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, উত্তর ২৪ পরগনার ঢাক ও ধুনুচি নৃত্য, হুগলির সাঁওতাল জনজাতির নাচ এবং হাওড়া জেলার কালিকাপাতাড়ি নাচ পরিবেশিত হয়। অতিথিদের নিয়ে এই উৎসব বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও সফলতা লাভ করে।

উৎসবে হাওড়া জেলার কালিকাপাতাড়ি নাচের শিল্পীরা

লোকজীবনের কথাকার, বঙ্গসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক

সুধীর চক্রবর্তী প্রয়াত

বাংলার লোকায়ত জীবনের সংবেদি ভাষ্যকার সুধীর চক্রবর্তী প্রয়াত হলেন। জীবন ও সংস্কৃতির বহমান ধারায় সুধীর চক্রবর্তীর অনুভবী গবেষণা হারিয়ে গেল। তাঁর গভীর নির্জন পথের যাত্রার পরিসমাপ্তি হল ১৫ ডিসেম্বর ২০২০। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বতন সদস্য এই প্রাজ্ঞ গবেষক বাংলার বাউল ফকিরদের নিয়ে কেন্দ্রের পক্ষে গবেষণা প্রকল্প রূপায়ণ করেছিলেন। কেন্দ্র থেকেই প্রকাশিত হয় এই গবেষণা প্রকল্পের রূপ 'বাউল ফকির কথা'। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও সাহিত্য অকাদেমি সম্মান।

তরুণ বয়সে তাঁর প্রথম বই 'অমৃত যন্ত্রণা : প্রেমের কবিতা সংকলন' প্রকাশের পর নানা বিষয়বিস্তারি লেখায় পরবর্তী প্রায় পঁয়ষট্টি বছর সমান তালে কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম লোকধর্ম বা বৃহত্তর অর্থে লোকসংস্কৃতি শিরোনামার বই ১৯৮৫-তে 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান'। ওই একই বছরে শিল্পকলা বিষয়ক বই 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ' প্রকাশিত হয়। এর পরপর 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান', 'গভীর নির্জন পথে', সম্পাদিত সংকলন 'বাংলা দেহতত্ত্বের গান', 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', 'চালচিত্রের চিত্রলেখা', 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব', 'বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি', 'উৎসবে মেলায় ইতিহাসে'-সহ সম্পাদিত বই 'বাংলার বাউল-ফকির' প্রকাশিত হয়। এছাড়া আখ্যানের রূপকল্পে একাধিক বইও লিখেছেন তিনি। লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ। সম্পাদনা করেছেন 'ধ্রুবপদ' পত্রিকা। লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের পত্রিকা 'লোকশ্রুতি'-তেও একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া 'লোকবার্তা'-তে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী কেন্দ্র আয়োজিত স্মারক বক্তৃতাও দিয়েছেন।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

অমল কে ভৌমিক
লৌকিক ছড়ায় লোকগণিত ৩০০.০০
অমিয়শঙ্কর চৌধুরী
পল্লিকবি একলিমুর রাজার সংগীতমালা ৮০.০০
অরুণকুমার রায়
লোকায়নচর্চার ভূমিকা ৫০.০০
অশোক ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র ৪০০.০০
আদিত্য মুখোপাধ্যায়
রণনৃত্য ৭০.০০
আবদুর রাকিব
চারণকবি গুমানি দেওয়ান ১০০.০০
আবুল আহসান চৌধুরী
আব্বাসউদ্দিন ১২০.০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত (তরজামাইচ)
মুরুলিমোহন হাঁসদা (গড়ঃ ইচ্)
টুনটুনি রেয়াঃ কাথা ৫০.০০
কালাচাঁদ মাহালী
মাহালী লোকগান ও লোককথা ১৫০.০০
গৌতমকুমার দাস
গাজন ভাটা দেলের গান ১৫০.০০
ডাবলু সরেন
সাঁওতালি নাটকের কথা ১৫০.০০
তনয় মণ্ডল
রাজবংশি লোকচিকিৎসা ১০০.০০
তারাপদ সাঁতরা
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ ৩০০.০০
দিনেন্দ্র চৌধুরী
গ্রাম নগরের গান ১০০.০০
গ্রামীণ গীতিসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড ২০০.০০ ও
দ্বিতীয় খণ্ড ২২৫.০০)
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে লোকসংগীত ১৮০.০০
দীপক বিশ্বাস
কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী ৬০.০০
দীপঙ্কর ঘোষ
আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি ১২০.০০
লোকশিল্পীর মুখোমুখি ১২০.০০
ধনঞ্জয় রায়
খন ৭০.০০
ধীরেন্দ্রনাথ কর
রাঢ় বাঁকুড়ার লোকভাষা ও লোকশব্দাবলী ১৭০.০০
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ ১৭০.০০
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ও দীপঙ্কর ঘোষ
বাজার হেমব্রম ৪৫.০০
নিখিলকুমার চন্দ
টগর অধিকারী ৫০.০০

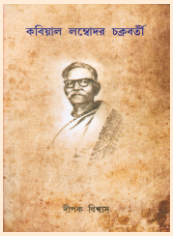

নির্মলেন্দু দে
জেতোড় লোকসাহিত্য ১২০.০০
নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধী প্রধান : জীবন ও সাধনা ৭৫.০০
নিশীথ চক্রবর্তী
পুতুল নাচ ৮০.০০
তরজা গান ৪৫.০০
পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো (সম্পা.)
মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী : রামায়ণ ও
রাধাকৃষ্ণ ১৫০.০০
পুষ্পজিৎ রায়
গম্ভীরা ১০০.০০
মালদহ জেলার লৌকিক ছড়া ও সংগীত ১২০.০০
প্রমোদ নাথ
তামাঙ ৬০.০০
বরুণকুমার চক্রবর্তী
লেটো ১৫০.০০
বিকাশকান্তি মিদ্যা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম ১৭০.০০
বিধান বিশ্বাস
শোলাশিল্প ৫০.০০
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্মঠাকুর শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গে ১৭০.০০
হেটো বই ১০০.০০
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি ২০০.০০
মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা প্রবাদ ও কৃষিবিজ্ঞান ১২০.০০
মণিমোহন দাস
গ্রামীণ সংগীতের ডালি ১৫০.০০
মহঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
বাংলাদেশের লোকনাট্য ৪০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য (সম্পা.)
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ ২০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত বাগচি
কবিয়াল গুরুদাস পাল ৫০.০০
মিহির ভট্টাচার্য (সম্পা.)
লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন ২০০.০০
মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য
বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য ৬০.০০
মুহম্মদ আয়ুব হোসেন
মহিলা কথকদের কেচ্ছা এবং রূপকথা ১০০.০০
মোহিত রায়
বোলান ৮০.০০
যোগেন্দ্রনাথ দাস (সংকলন) নিখিলেশ রায় (সম্পা.)
উককতার ঝোপা ১৫০.০০
রত্না রশীদ
জারি জঙ্ মোর্শিয়া ১৫০.০০
রফিকুল ইসলাম
ময়ূরপঙ্খি গান ৬০.০০

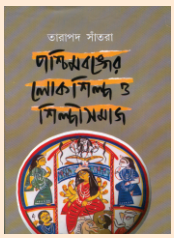

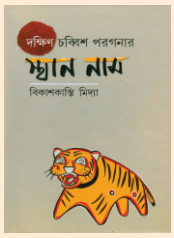

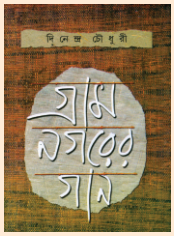

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

রীতা সাহা
রবীন্দ্রমানসে লোকসংগীতের প্রভাব ৩০০.০০
রেবতীমোহন সরকার
লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা ১২৫.০০
লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সম্পা.)
সাঁওতাল কাহিনী : বনবীর গাথা ৫০.০০
শক্তিনাথ ঝা
আলকাপ ১২০.০০
ঝাকসু ২৫.০০
শ্রমসংগীত ১০০.০০
শশাঙ্কশেখর দাস
বনবিবি ১০০.০০
শ্যামল বেরা
ভাঁড়যাত্রা ৯০.০০
শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকসংস্কৃতি চর্চা ও সুকুমার সেন ১০০.০০
শিবপদ ভৌমিক ও সুস্মিতা ভৌমিক
লোকসংস্কৃতি চর্চা ৮০.০০
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
লোকায়ত পশ্চিমরাঢ় ১৩০.০০
শিবেন্দু মান্না
বাদাই গান ৪৫.০০
শিবেন্দুশেখর মিশ্র
সাঁওতাল : সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম ২৫০.০০
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
ধিমাল ৭০.০০
শ্যামাপদ বর্মন
ভাওয়াইয়া গীতিসংগ্রহ ও স্বরলিপি ১০০.০০
সহদেব মুরমু
শিকীর দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ্
সেরেঞ ১৫০.০০
সমীর চক্রবর্তী
চা বলয়ের সংস্কৃতি ২২৫.০০
সঙ্গীতা সেন
মুখোশশিল্প ৮০.০০
সুজিত বিশ্বাস
অষ্টক ৮০.০০
সুব্রত চক্রবর্তী
ভাদু ১২০.০০
সুব্রত মুখোপাধ্যায়
জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি ১০০.০০
সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া ৩০.০০
সুবোধ চৌধুরী
ডোমনি ৬০.০০
সুবোধ বসু রায়
রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্প ৪০.০০
সুশান্ত বিশ্বাস
মালপাহাড়িয়া ৪৫.০০
লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি ৭৫.০০
সুহাসিনী দেবী
মেয়েলি ব্রতকথা ১৫০.০০

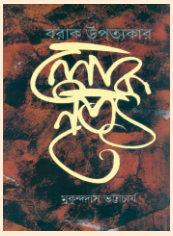

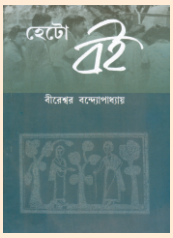

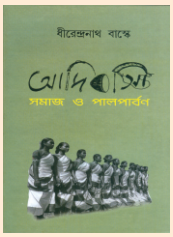

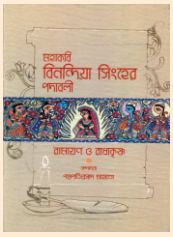

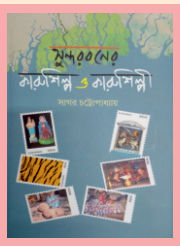

সুন্দরবনের কারুশিল্প ও কারুশিল্পী ২৫০.০০
সাগর চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের শ্রীখোল ৫০০.০০
হরেকৃষ্ণ হালদার

নতুন প্রকাশিত বই

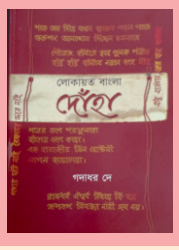

লোকায়ত বাংলা দোঁহা ১৫০.০০
গদাধর সে

গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান ৫০০.০০
স্বপন মুখোপাধ্যায়

সোমা মুখোপাধ্যায়
রাঢ়বঙ্গের লোকমাতৃকা ৪০.০০
বাংলার দাই ২৫০.০০
হাবিবুর রহমান
সামাজিক উন্নয়নে ফোকলোর ১৫০.০০
জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয়
নদিয়া ১৫০.০০, বর্ধমান ১৪০.০০, বাঁকুড়া ১০০.০০,
হাওড়া ৭০.০০, মেদিনীপুর ১৪০.০০
মুর্শিদাবাদ ৪৫০.০০, পুরুলিয়া ৪০০.০০,
মালদহ ৪৫০.০০, বীরভূম ৪০০.০০,
আলিপুরদুয়ার ৪০০.০০, দক্ষিণ দিনাজপুর ৪০০.০০
পশ্চিমবঙ্গের মেলা ৩০০.০০
বঙ্গীয় লোকসংগীত কোষ ৪০০.০০
লোকদেবতা ও উৎসব : নানা প্রসঙ্গ ২৫০.০০
লোকভাষার নানা দিগন্ত ১৫০.০০
রবীন্দ্রনাথের ছড়া পটুয়ার গান *প্রতিটি* ১০.০০
Santal Architecture *200.00*
Folk Music and Folklore : An Anthology *300.00*
Hemango Biswas (ed.)
লোকশ্রুতি (যাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা) ৫০.০০ প্রতি সংখ্যা

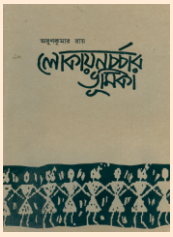

ক্যাসেট ও সিডি

ঝুমুর, লালনের গান, দরবেশি গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের লোকসংগীত, বাউল গান, ধামাইল, গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া, সাধু রামচাঁদ মুর্মুর গান, রণেন রায়চৌধুরীর মারিফতি, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর গান, বাহা, দং, লাগড়ে, দরবারি ঝুমুর, ভাদু, টুসু, করম, কবিগান, ফকিরি গান, তরজা গান, তিস্তা নদীর পাড়ে পাড়ে, মেচ ও রাভা ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রসদন 'বইঘর', দক্ষিণাপণ মার্কেটে 'লোকসংস্কৃতির বই' স্টল ও কেন্দ্রের লোকগ্রামের কার্যালয়

সময়ের অভিঘাত

কোভিড অতিমারির কবলে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকেই আমাদের দেশ। সমগ্র পৃথিবীই এই করোনার প্রকোপে কমবেশি ত্রস্ত। সেই টালমাটাল অবস্থা এখনও কাটেনি। বিগত বছরে 'লোকবার্তা'-র একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলায় জেলায় কর্মোদ্যোগেও ব্যাঘাত ঘটেছে। কেন্দ্রের আয়োজনে কর্মশালা, সম্মেলন, বক্তৃতা অনুষ্ঠানও বন্ধ ছিল। তবুও কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেসবের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হল। আমাদের রাজ্যের অনেক মানুষ করোনায় প্রয়াত হয়েছেন। লোকসংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণায় যুক্ত কত নিকটজনকেও এই সময়কালে হারিয়েছি। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের সংযোগ-সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমরা শোকজ্ঞাপন ও বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁদের স্মরণ করি।

প্রয়াণ

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৫ আগস্ট ২০২১ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। কেন্দ্র থেকে তাঁর 'জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি' ও 'সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া' শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়েছে। লোধা জনজাতির নাচ চাঙ ও লোকযাত্রাপালা পুনরুজ্জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এছাড়া ঝাড়গ্রাম জেলার চিলকিগড় রাজ পরিবারের লুপ্ত পরভা নাচের পুরনো ধারা সংরক্ষণ ও প্রসারেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি জঙ্গলমহলের জীবনসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর চর্চা-গবেষণা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

পুষ্পজিৎ রায়

মালদহ জেলার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ও সংগঠক পুষ্পজিৎ রায় ৬ মে ২০২১ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। অধ্যাপনা ছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ মালদহ জেলা-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকসাংস্কৃতিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যমূলক বিষয় নিয়ে চর্চা গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। লোকনাট্য, ছড়া, সংগীতের নানা আঞ্চলিক বিষয় ছিল তার আগ্রহের দিক। কেন্দ্র থেকে তাঁর গবেষণাধর্মী বই 'গম্ভীরা' ও 'মালদহ জেলার লৌকিক ছড়া ও সংগীত' প্রকাশিত হয়েছে।

বিকাশ রায়

মালদহের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বিকাশ রায় ২৬ এপ্রিল ২০২১ প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক বিষয় ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে তাঁর চর্চা বিস্তৃত ছিল। কেন্দ্রের আমন্ত্রণে স্মারক বক্তৃতাও প্রদান করেন এই তরুণ গবেষক।

তুষারকান্তি ঘোষ

মালদহ জেলার বহুবিস্তৃত বিষয় অন্বেষণে একনিষ্ঠ গবেষক তুষারকান্তি ঘোষ ১৯ অক্টোবর ২০২০ প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। শিক্ষকতা পেশা ছাড়া পুজো-পার্বণ-ব্রতকথা ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য নিবন্ধ। 'মালদহের ইতিহাসের ধারা', 'শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে রামকেলি ও তার বৈষ্ণবসমাজ' তাঁর রচিত অন্যতম বই।

সুধন্য দরিপা

পুরুলিয়ার অন্যতম লোকসংস্কৃতির গবেষক সুধন্য দরিপা ২৪ এপ্রিল ২০২১ প্রয়াত হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। লোকভাষা নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এছাড়া পত্রপত্রিকা সম্পাদনাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

ধনঞ্জয় মাহাতো

পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট ছৌ শিল্পী ধনঞ্জয় মাহাতো ১২ জুলাই ২০২০ প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। গো-সিংহ, কিরাত ও পরশুরাম চরিত্রে তাঁর নৃত্যভঙ্গিমা ছিল খুব আকর্ষণীয়। মুহাচালাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছৌ দলের নাম 'বালিগাড়া ধনঞ্জয় ছৌ-নৃত্য সমিতি'। পরিণত বয়সে ছৌ-নাচের একজন ওস্তাদ হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

ভবেশ বসাক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খ্যাতিমান লোকনাট্য শিল্পী ভবেশ বসাক ২৩ আগস্ট ২০২১ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। নটুয়া, লক্ষ্মীয়ালা, সত্যপির, চোখচুন্দি, রামবনবাস ও খন পালাগানের দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তিনি। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ধারার তিনি ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী।

কীর্তনিয়া কোকিল দাস মহন্ত

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঘাটশিলা ও খাতড়া এই দুটি শহর ছিল একদা ধলভূম রাজ্যের গড় বা রাজধানী। পরে অম্বিকানগর ও সুপুর গ্রামে আরও দুটি গড় স্থাপিত হয়। ইঁদপুরের গড়দুয়ারা পর্যন্ত নানা স্থানে ধল রাজাদের বিষ্ণু মন্দির ছিল। এই রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় টাটা-জামশেদপুর-ঝাড়গ্রাম-লালগড়-খাতড়া এলাকায় মধ্যযুগে নানা কীর্তন গানের প্রসার ঘটেছিল। সেই প্রাচীন কীর্তনিয়াদের শিষ্য ও বংশধরেরা বিশ শতক পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তাঁরা কিছু কাল আগে পর্যন্ত পালাকীর্তনের পুরনো ঘরানা এই এলাকায় ধরে রেখেছিলেন। হরি চৌনি, মথুর দাস, ভরত দাস প্রমুখ খাতড়া মহকুমার গ্রামে গ্রামে হরিনামের আসর সরগরম রাখতেন খোলকীর্তন বাজিয়ে। সেই ধারার শেষ শিল্পী যে কয়েকজন বেঁচেছিলেন কোকিল দাস তাঁদের অন্যতম। সম্প্রতি ২০২০ তে তিনি প্রয়াত হন।

খাতড়া শহরের অল্প দূরে হিড়বাঁধ ব্লকের তিলাবনিতে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কোকিল দাস মহন্তের জন্ম এক বৈষ্ণব পরিবারে। তাঁরা রামায়েত বৈষ্ণব। এই রামায়েত বৈষ্ণব পরিবারগুলির আগমন ঘটেছিল উত্তর ভারত থেকে। কোকিল দাস মামাবাড়িতেই প্রথম তালিম নিয়েছিলেন কীর্তন গানের। শ্যামনগর গ্রামে এক হরিনাম সংকীর্তন দলের তিনি মূল গায়েন ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে নগর কীর্তন দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ সুরে অভিভূত হয়ে পড়তেন শ্রোতারা। তাঁর নাতি সুমিত মহন্ত এখন থাকেন মলিয়ান গ্রামে। তিনি জানান, দাদুর পিতৃদত্ত নাম ছিল বৃন্দাবন দাস। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন বলে লোকমুখে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল কোকিল নামে। সেই থেকে তিনি কীর্তনিয়া কোকিল দাস।

খেড়িয়া-শবর জনজাতির প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী খেড়িয়া-শবর জনজাতির মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক হলেন পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার অন্তর্গত ফুলঝোর গ্রামের বাসিন্দা রমনিতা শবর। তিনি বরাবাজার সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পটমদা ডিগ্রি কলেজ থেকে ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি পুরুলিয়ার সিধো-কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে এম এ পাঠরতা। **প্রতিবেদন। শিবশঙ্কর সিং**

বালাপোশ কি ঐতিহ্য হারাচ্ছে?

সুশান্ত বিশ্বাস

মুর্শিদাবাদ নগরীর খলিফা রমজান শেখ-এর উদ্ভাবনী ক্ষমতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত খানদানি বালাপোশ, যা বাংলার গৌরব, বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

বালাপোশের সৃষ্টি নিয়ে মুর্শিদাবাদে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তা হলো— নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শৌখিন জামাতা সুজাউদ্দিন, শীতের সময় গতানুগতিক শাল দোশালা গায়ে দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে পারিষদদের বলেছিলেন, 'এর পরিবর্তে এমন জিনিস তৈরি করা যায় না যা তুলোর মতো নরম ও গরম হবে, আর ফুলের মতো কোমল হবে?' জানা যায় সুজাউদ্দিনের সেই ইচ্ছার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নামজাদা খলিফা রমজান শেখ। তিনি তাঁর সৃষ্টির নাম দিয়েছিলেন বালাপোশ। শুধু নবাবী আমলেই নয়, ব্রিটিশ শাসনকালেও এই শিল্পের প্রসারলাভ ঘটেছিল। মুর্শিদাবাদের বালাপোশ শিল্প এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বাংলায় নবাব বা কেউ বেড়াতে এলে বালাপোশ গায়ে না দিলে তাদের মান সম্মান বজায় থাকত না।

বালাপোশের এত সুনামের মূল কারণ হল, এর গায়ে কোনো সেলাই থাকে না, চারিদিকে বর্ডারে যে সেলাই থাকে সেটাই ভিতরের তুলোটাকে ধরে রাখে। কার্পাস তুলোকে ধুনুরির সাহায্যে ধোনাই করে বালাপোশ তৈরিতে লাগানো হয়, তবে বিশেষ পদ্ধতি আছে। যেমন দেড় গজ মলমল কাপড়ের টানা দিয়ে কিছু দূর থেকে তুলো ধুনতে হয়। সেই ধুনাই তুলো রেনুর মতো উড়ে গিয়ে ওই কাপড়ের উপর সমানভাবে পড়ে। বালাপোশ বিশেষ ধরনের মলমল কাপড়ের হয়। আগে ঢাকাই মসলিন ব্যবহার করা হত। তখন একটি বালাপোশের ওজন হত এক পোয়া। তুলো ধোনাইয়ের আগে এতে দামি সুগন্ধি তেল মিশিয়ে দেওয়া হত যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের সময় সুগন্ধ পাওয়া যেত। তুলো ধোনাই শেষ হলে চারিদিকে একটি কাপড় দিয়ে আটকানো হয় একে সার্গেজবন্ধ বলা হয়। তারপর আসল সেলাই দেওয়া হয় যার নাম আসাদ সেলাই। আবরোঁয়ার বাইরে বালাপোশ-এর প্রান্তরেখায় বসানো হয় সজ্জাব বা পাড়। দক্ষ হাতে পাড়ের এই সেলাই ধরে রাখে বালাপোশের তুলোকে। নবাব-পরবর্তী সময়ে বালাপোশের বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন আতর হোসেন, পরবর্তীতে তাঁর নাতি সাখাওয়াত হোসেন। ১৯৮৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। ২০১৭ সালে সাখাওয়াত হোসেনের প্রয়াণের পর জৌলুষ হারিয়েছে মুর্শিদাবাদের খানদানি বালাপোশ। বর্তমানে সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রী চাঁদ বেওয়া ও ছেলে সারওয়াত হোসেন ঐতিহ্যপূর্ণ কাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রন্থবার্তা

● মুহম্মদ আয়ুব হোসেন-এর রচনা *'গ্রাম বাংলার কেচ্ছা-রূপকথা-লোককথা'* (প্রথম খণ্ড) এক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। প্রায় ছয় দশক ধরে লেখক গ্রামীণ ছড়া, পাঁচালি, কেচ্ছা-রূপকথা, গীতিকা, হেঁয়ালি, ধাঁধা ইত্যাদি সংগ্রহ করছেন। মধ্যবঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চলে এই মৌখিক সাহিত্যের সংগ্রহ, সংকলন ও গবেষণায় নিবিষ্ট তিনি। রূপসি ও ফুলকুমারী, মাধব-মালঞ্চ, রাখাল ও পরিকন্যা, মহিম রাজা, হরিণবতী ইত্যাদি তেরোটির সংকলন নিয়ে এই বই (দ্য কাফে টেবল। ব্যান্ডেল, ৩৫০.০০)। বাংলার মৌখিক সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ধারায় লোকজীবনের পরম্পরার এক সমৃদ্ধ বয়ান তুলে ধরেছেন লেখক।

● কুম্ভকার মৃৎশিল্পীদের ঐতিহ্য, সংস্কার ও কাজের পদ্ধতিতে মিশে থাকে বহু উপাখ্যান, জনশ্রুতি, কিংবদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনি। সে সবের তথ্য, তত্ত্ব ও শাস্ত্রকথাকে নিয়ে গবেষক ফণী পাল লিখেছেন *'বাংলার কুলাল কুম্ভকার ও রুদ্রপাল সংহিতা'* (সুন্দর প্রকাশনী। কলকাতা, ১৭৫.০০)। কুম্ভকার সমাজ-সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক বিচার, বসতি স্থাপন, সামাজিক অনুষ্ঠান, কুম্ভকারদের লোকপ্রযুক্তি, সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়-আলোচনায় সমৃদ্ধ এই বই। বিশেষ আলোচনায় আছে কুম্ভকার সমাজের শাস্ত্র গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী রুদ্রপাল সংহিতা'র অনুবাদের অংশবিশেষ। বইটির ভূমিকা লিখেছেন সুধীর চক্রবর্তী।

● *'লুপ্তপ্রায় লোকসংগীত ও নন্দোৎসবের গান'* (মহিষাদল পূর্বাপর লোকসংস্কৃতি চর্চা ও গবেষা কেন্দ্র। ৫০.০০) অশোক চক্রবর্তী রচিত বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি ক্ষীয়মান ধারায় আলোকপাত। কৃষিভিত্তিক জনজীবনে পূর্ব মেদিনীপুরের বৃহত্তর তমলুক অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই গান বহুল প্রচলন ছিল। লেখক ক্ষেত্রসমীক্ষাধর্মী আলোচনায় বর্তমান শিল্পীদের কথা ও গানের সংকলন করেছেন।

● দীপা ব্রহ্ম রচিত *'মাটির মুখ : লোকায়ত বাংলার সন্ধান'* (দিয়া পাবলিকেশন। কলকাতা, ১০০.০০) লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের শিল্পীসান্নিধ্যের এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা। এই লেখায় বাংলার নানা প্রান্তের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শুধু পরিচয় ঘটে তা নয়, শিল্পীজীবনের উপলব্ধি জানতে লেখকের অন্যতম পরিশ্রমী প্রয়াস।

● *'মুর্শিদাবাদের লোকছড়া' (বহুবচন প্রকাশনী। হালিশহর, ১৫০.০০)* সুশান্ত বিশ্বাসের মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় ছড়া সংগ্রহ, লোকজীবনে তার প্রভাব, প্রয়োগ ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় রচিত এই বই। লোকাচারের ছড়া, আলপনার ছড়া, লোকখেলার ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, কাঙলা গাওয়া ছড়া ইত্যাদি ১৭টি বিষয়ের ছড়া সংকলিত হয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের প্রাণশক্তির আঞ্চলিক নিদর্শন এবং ক্ষয়িষ্ণু এই রূপ সংকলন একটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।

● প্রদীপ কর *সম্পাদিত 'বাঁকুড়ার লোকপার্বণ'* (টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, ৩০০.০০) সমগ্র বাঁকুড়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ লোকপার্বণের পরিচয়। আঞ্চলিক জনজীবন ও সংস্কৃতির বহুবিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকাশনা। ভিন্ন ভিন্ন গবেষকের চর্চায় গিন্নিপালন উৎসব, বেলিয়াতোড়ের ধর্মগাজন, ঝাপান, ইঁদপুরের চণ্ডী পরব, সোনামুখীর বাউল মেলা, মটগোদার শনিমেলা, সঙ্কটতারিণী মেলা, মল্লভূমের ভীমপুজো, তুষুতীর্থ পরকুল ইত্যাদি আটত্রিশটি রচনায় সমৃদ্ধ।

মুখোশ নৃত্য পরভা ছৌ

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নবরূপায়ণ

মৌ মুখার্জী

ঝাড়গ্রামের চিলকিগড়ের গাজনকেন্দ্রিক মুখোশ নৃত্য হল পরভা। এই 'পরভা'র বিশেষত্ব হল মুখোশের মাথা থেকে কোমর অবধি অবস্থান। প্রায় আট ফুট উঁচু বাঁশের কাঠামোসহ কাঠের দেহকাণ্ডের সঙ্গে পরভা মুখোশ যুক্ত করে শিল্পীর নৃত্য করার কৌশলই ছিল এই পরভা নাচের মূল বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক ভাবে যা পরভা ছো বা ছৌ নামে পরিচিত। চিলকিগড়ের এই পরভা ছৌ নৃত্যে এক অন্যতম বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। চিলকিগড়ের এই বৈচিত্র্যময় 'ছো' মুখোশ নৃত্য প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ বছরের প্রাচীন।

ঐতিহাসিক কাহিনি থেকে জানা যায় যে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি থানা এলাকাটি জঙ্গলমহলের কোনো কৌম রাজার অধীনে ছিল। পরে আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে গোপীনাথ সিংহমত্তগজ নামে রাজা এই স্থানের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং এই সময় থেকে তাঁর রাজ্য হল জামবনি আর ডুলুং নদীর তীরে চিলকিগড়ে হল রাজধানী। গোপীনাথ সিংহমত্তগজর একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। এই কন্যা সন্তানের সঙ্গে বর্তমান ঝাড়খন্ডের সিংভূম জেলার ধলভূমগড়ের অধস্তন বিংশপুরুষ রাজা জগন্নাথ দেও ধবলদেব সপ্তম-এর বিবাহ হয়। এর ফলে জামবনি রাজ্যের সঙ্গে ধলভূমগড় রাজ্যের এক যোগসূত্র তৈরি হল। এই সময় ধলভূমগড়ের রাজারা পরভাযুক্ত ছো-নাচের আয়োজক ছিলেন, রাজপরিবারের লোকেরাও ছো-নাচে অংশ গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। তাই এই পরভা মুখোশগুলো ধলভূমগড়ের রাজবাড়িতেই রাখা হত। এদিকে জামবনির রাজা গোপীনাথ সিংহ অপুত্রক থাকায় তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে চিলকিগড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজ্যলাভ করলেন গোপীনাথ সিংহমত্তগজ-এর কন্যার পুত্র কমলাকান্ত দেও ধবলদেব। সেই সময় থেকেই চিলকিগড়ে দেও ধবলদেব রাজবংশের রাজত্বকালের সূচনা ঘটে এবং তা রাজপ্রথার বিলোপ হওয়া পর্যন্ত চলেছিল। এই ইতিহাসের সাথেই ধলভূমগড়ের পরভাযুক্ত ছো-নাচের ঐতিহ্য চিলকিগড়ে প্রচলিত হতে দেখা যায়। জামবনির রাজা কমলাকান্ত দেও ধবলদেব-এর পুত্র ছিলেন মানগোবিন্দ দেও ধবলদেব। তাঁর সময়কেই চিলকিগড়ের সুবর্ণ-কাল বলা হয়ে থাকে। তিনি শিল্পসংস্কৃতিতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগের পরবর্তী সময়কাল থেকে এই পরভা নৃত্যে রাজ অনুগ্রহের অভাব ঘটতে থাকে, যার ফলে এই ব্যতিক্রমী মুখোশ নৃত্য ধারাটির বিলুপ্তি ঘটে। তবে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় মানুষদের চেষ্টায় এই বিলুপ্ত নৃত্যধারাটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়।

আগে কোনো এক বছর 'পরভা' ধলভূমগড় রাজবাড়িতে রাখা কালীন রাজবাড়ির যেখানে 'পরভা' ও 'মুখোশ' থাকতো, সেই ঘরে আগুন লাগে। সেই সময় 'পরভা' ও মুখোশ' পুড়ে যায়। তার পর চিলকিগড়ে পরভা ছো-নাচে ব্যবহার করার প্রথা শুরু হয়। বর্তমানে শুধু চিলকিগড় এবং দুবড়া গ্রামে ছো-নাচ হয়। আগে রাজবাড়িতে ১৬টা পরভা ছিল বলে জানা যায়, সেই পরভাগুলো হল গণেশ, কার্তিক, শিব, দুর্গা, শিবদুর্গা, চতুর্ভূজা, অষ্টভূজা, দশভূজা এই সকল মূর্তি। পরবর্তীতে চিলকিগড়ে ১২টি পরভা নাচের আসরে দেখানো হত। জানা যায়, ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে বাহন ছাড়াও কয়েকটি পরভা ছিল। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আগে এই নাচ অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রাচীন এই পরভা ঝাড়গ্রামের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সংগ্রহশালায় রাখা হয়। এই অবলুপ্ত নৃত্য-ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় এবং প্রবীণ শিল্পী ভুবন খামরুই ও প্রবোধ (নাড়ু) মল্লিকের অভিজ্ঞতায় ও তত্ত্বাবধানে, পরিমল দোলই-এর পরিচালনায় দুবড়ার পাইক শিল্পীদের নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে এই ধারাটির পুনরুজ্জীবন ঘটে।

রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণের একতারা মঞ্চে পরভা ছৌ

এই ছৌ নৃত্য গাজনের জাগরণের দিন সারারাতব্যাপী বাজনার তালে তালে অনুষ্ঠিত হত গ্রামবাসীদের জাগিয়ে রাখার জন্য। এই অনুষ্ঠানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজত বিশাল আকারের ঢাক, ঢোল, সানাই, চড়চড়ি ইত্যাদি। এই সময়ে অনুষ্ঠিত ছৌ-এর মুখোশের বিষয়বস্তু ছিল গণক, বুড়ি, ভালুক, কাক, কালিকা এবং পালাভিত্তিক ছৌ নৃত্য ছিল গণেশঠাকুর, বুড়া-বুড়ি, শুকসারি, সিংহ, বাঁদর, বাঘ, ভূত, রাবণ, মাছি-পিটকা, মারহাট্টা, ছা-সোহাগি ইত্যাদি। এগুলিতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের মুখোশের ব্যবহার হত। এর পরবর্তী পর্যায়ে রাত বাড়ার সাথে সাথে শুরু হত পরভা নাচ।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে কৌস্তভ তরফদার, সচিব কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা.লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, কলকাতা ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত। ডিজাইন : অভিজিৎ চক্রবর্তী। কার্যালয় : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'লোকগ্রাম', ছিট-কালিকাপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯। ফোন : (০৩৩) ২৪২৬-২৭২৮/২৬৩৭ (ফ্যাক্স) ই-মেল : loksanskriti@live.com
সম্পাদক : জয় গোস্বামী ॥ সহ-সম্পাদক : দীপঙ্কর ঘোষ